দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 MAR 2013
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট

কাটাতে সরকারকেই আন্তরিক হতে হবে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সেশনজট নতুন নয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলে যে শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার কথা পাঁচ বছরে সেটাই পেরিয়ে যাচ্ছে প্রায় দশ বছরে। এভাবে শিক্ষার্থীর জীবন থেকে শুধু পাঁচটি বছরই জলাঞ্জলি যাচ্ছে না। পরে ছাত্রটি বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হলে দেখা যাচ্ছে তাকে সেখানেও তিন-চার বছর চাকরির ধরনা ও দরখাস্ত দিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। এভাবেই মূল্যবান জীবনের সার অংশের প্রায় এক দশকই নুর্বিষহ ভোগান্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরিণামে শিক্ষার্থীরা জীবন ও ভবিষ্যৎ থেকে ভয়াবহভাবে পিছিয়ে পড়ছে। এই যদি বাস্তবতা তো সেই নাগরিক জীবন কি করে বলবান হতে পারে? বর্তমান সরকার প্রথমেই শিক্ষাজীবনের সেশনজট নামক দুরারোগ্য ব্যাধিটি উপড়ে ফেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতিও ছিল। সরকারের মেয়াদের পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছরই পেরিয়ে গেছে। সরকার কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেশনজটমুক্ত যেমন হয়নি, তেমনি সন্ত্রাসমুক্তও হয়নি।

বরং গত কয়েক বছরে কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট আরো মারাত্মক রূপ নিয়েছে। চার বছরের স্নাতক কোর্স শেষ করতে পার করতে হচ্ছে ৭ বছর। এক বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স শেষ করতে দুই আড়াই বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। উক্ত শিক্ষাতেই যদি নির্ধারিত সময়ের দ্বিগুণ বেশি সময় পেরিয়ে যায়, তো সে ওই বাড়তি ও অপ্রয়োজনীয় সময়টায় কি করবে? নির্ধারিত শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে শিক্ষার্থীর জন্য যে চাপ ও নিয়মানুবর্তিতা থাকার কথা তার অবর্তমানে বাড়তি অলস সময়টিতে শিক্ষার্থী নানা বেআইনি কাজেও জড়িয়ে পড়ছে। অনেকে বিভিন্ন মূল সংগঠনের ব্যানারে সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, সিট বাণিজ্য, চাঁদাবাজি ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে পড়ে। যে শিক্ষায় মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটবে ফলে এখানেই রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। পরিণামে ছাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়েও উঠে আসছে না দেশের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি হওয়ার মতো কোনো মেধাবী নেতা। সেশনজটের কুফল হিসেবে না বেরিয়ে আসতে পারছে দেশের প্রশাসনকে মেধাবী প্রশাসন করায় সাহায্য করতে, না বেরিয়ে আসতে পারছে দেশের নেতৃত্ব দেয়ার মতো কোনো মেধাবী নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন কাণ্ডারি।

দেখা যাচ্ছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সবচেয়ে মারাত্মক। ৮ সেমিস্টার শেষ করতেই পেরিয়ে যাচ্ছে ৮ বছর। স্বাভাবিক পরিণতিতেই বিশ্ববিদ্যালয়টি ঘিরেই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুনখারাবির অভিযোগও সবচেয়ে বেশি। গতকালের যায়যায়দিনে শিক্ষাঙ্গনে সেশনজট নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়। এখানে সেশনজটের কারণ হিসেবে নানা সঙ্কট উঠে এসেছে। পরীক্ষা সময়মতো না হওয়া, ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা, ছাত্র-সংগঠনের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষজনিত বিরাজমান পরিস্থিতি, শিক্ষকদের তীব্র আন্তঃকোন্দল, রেষারেষিজনিত শিক্ষাঙ্গনগুলো স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ হারিয়ে বসেছে। শিক্ষকদের অনেকে যেমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন তেমনি অনেক শিক্ষক ছাত্র রাজনীতির দলাদলিতে জড়িয়ে নিজেদের অন্তঃকরণ কলুষিত করে ফেলছেন।

এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি ইতিবাচক করে তুলতে হলে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা মনে করি দেশের উন্নত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাতিরে সরকারই কতটা আন্তরিক ও জনকল্যাণকামী সেটাই এখানে মুখ্য বিষয়।